সৌজন্য : **www.scholarsbangladesh.com**

প্র ধা ন  প্র তি বে দ ন

# ‘বাংলাদেশে কাজ করার সুযোগ অনেক’

ড. শফিউল ইসলাম

*কানাডার টেক্সটাইল সায়েন্স ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট। বর্তমানে পালন করছেন টেক্সটেক সল্যুশনস নামের কানাডীয় প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকের দায়িত্ব। টেক্সটাইল খাতে ড. শফিউলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান তার উদ্ভাবিত কৃত্রিম মাকড়সার তন্তু তৈরির যন্ত্রটি। এ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তার অর্ধ শতাধিক নিবন্ধ। ব্রিটেনের লিডস ইউনিভার্সিটি থেকে টেক্সটাইল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করেন তিনি ১৯৯৬ সালে। আমাদের* এই দূর পরবাসে *বিভাগের এ মাসের অতিথি হয়ে তিনি এসেছিলেন প্রথম আলো কার্যালয়ে। তার সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন* ইকবাল হোসাইন চৌধুরী।

*এবারে কত দিন পর দেশে এলেন?*

শফিউল ইসলাম : প্রায় দেড় বছর পর। মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দেশে এসেছি। বলতে পারেন লম্বা সফর। গত বছরের অক্টোবর মাসে এসেছি। আবার কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাব এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে।

*ঝিনাইদহের শৈলকূপা থেকে কানাডার অন্টারিও। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার আপনার। শুরু থেকে শুনতে চাই।*

শফিউল ইসলাম : আমার লেখাপড়ার শুরুটা শৈলকূপা বহুমুখী পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ে। সেখান থেকেই এসএসসি পাস করি। এ রপর শৈলকূপা কলেজ থেকে এইচএসসি।

টেক্সটাইল কলেজে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। কলেজ পাস করে কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে পাড়ি জমাই ইংল্যান্ডে। লিডস ইউনির্ভাসিটি থেকে টেক্সটাইল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের ওপর পিএইচডি সম্পন্ন করি ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে। দুই বছর পর আমি যোগ দিই কানাডার টরন্টোর ওইনটুয়ার্থ টেক্সটাইল ইনকরপোরেশনে। এখন টেক্সটেক সল্যুশনস নামের প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছি। মূলত টেক্সটাইল কোম্পানিগুলোর উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানো এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন নিয়েই আমার কাজ।

*আপনার উদ্ভাবিত কৃত্রিম মাকড়সার তন্তু তৈরির যন্ত্রটির কথা আমি প্রথম পড়েছি ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকার ওয়েবসাইটে। তখন জানা ছিল না এটি আমাদের বাংলাদেশী কোনো বিজ্ঞানীর কাজ।*

এই যন্ত্রটি আমরা তৈরি করি ২০০২ সালে। ২০০৫ সালে কানাডিয়ান একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এটির পেটেন্ট করা হয়। যন্ত্রটি পুরোপুরি আমার একার উদ্ভাবন নয়। এই যন্ত্রটি তৈরির জন্য গবেষকদের পুরো একটি দল কাজ করেছেন। সেই গবেষক দলের প্রধান ছিলাম আমি। বলতে পারেন প্রধান উদ্ভাবক। এই মেশিনটিতে তৈরি তন্তু কাজে লাগবে মেডিকেল এবং মিলিটারি টেক্সটাইল পণ্য তৈরির কাজে। এটি থেকে তৈরি হবে বিশেষ বুলেট প্রুফ পোশাক। যেটি সৈনিকদের বিশেষ সুরক্ষা দেবে। তবে এই পোশাকের দামও হবে খুব বেশি।

*এখন দেশে কোন কাজ করছেন?*
বাংলাদেশের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের পাঠ্যক্রম উন্নয়নে সহায়তা করছি।
বাংলাদেশে টেক্সটাইল সেক্টরে সম্ভাবনা আছে প্রচুর। কানাডায় বাংলাদেশের রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণও বাড়ছে প্রতি বছর। তাই বাংলাদেশে ব্যবসায়িক সম্ভাবনা বিচার-বিবেচনা করে দেখার একটি বিষয় তো আছেই।

টেক্সটাইল খাতে বাংলাদেশ কীরকম অবস্থানে আছে?
এই ক্ষেত্রটিতে বাংলাদেশের সম্ভাবনা ভালো। তবে প্রতিযোগিতাও এই সেক্টরে কম নয়। সব দেশই এখন এই ভর্তুকি প্রদানের বিষয়টির উপর জোর দিচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশকেও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে।

*বাংলাদেশের টেক্সটাইল সেক্টরের উন্নয়নের জন্য আপনার কোনো পরামর্শ?*
দেশে পা রাখলে প্রথমেই আমার যেটা মনে হয় সেটি হলো, প্রচুর কাজ করার সুযোগ আছে এখানে। বাংলাদেশে শ্রমশক্তি খুব সহজলভ্য। এটি একটি বড় সুবিধা। গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছি আমরা।
এই সেক্টরের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে জরুরি আমাদের সময় ও সম্পদকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো। এরপর আসবে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে ধারণা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের বিষয়টি। এছাড়া কাজের উপযোগি পরিবেশও তৈরি করতে হবে। জেনে ভালো লাগছে, বাংলাদেশের বেশকিছু প্রতিষ্ঠান এখন শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত কাজের পরিবেশ তৈরির বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে।